গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা
www.hindutrust.gov.bd

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ১০.১০.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০০তম সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ ও সময়	:	১০/১০/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ, সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রীর সরকারি বাসভবন (২৫ বেইলি রোড, রমনা, ঢাকা)
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে পবিত্র গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী।

সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান প্রস্তাব করেন, আমাদের ট্রাস্টের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান ট্রাস্টি শ্রদ্ধেয় বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। ইতোমধ্যে ট্রাস্টের উদ্যোগে ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে আজকের সভা তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন করতে পারে। এ প্রস্তাবে উপস্থিত সকলে সম্মত হয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিবের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি-১: গত ০৭.০৮.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৯তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।

ট্রাস্টের সচিব সভাকে অবহতি করেন যে, ট্রাস্টের গত ০৭.০৮.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৯তম সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতপূর্বক সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তাতে যদি কোনো পরিবর্তন না থাকে তবে উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ় করা যায়। উপস্থিত সকলে প্রেরিত কার্যপত্রে কোনো পরবির্তন না থাকায় দৃঢ়করণে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত- ১: গত ০৭.০৮.১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৯তম ট্রাস্টি বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হল।

আলোচ্যসূচি-২: আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অনুদান বিভাজন ও বিতরণ নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা।

সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, দুর্গাপূজা ১৪২৫ বঙ্গাব্দ উদযাপন উপলক্ষে চলতি বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ২.০০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রাপ্ত ২.০০ কোটি টাকা বিতরণ করার জন্য নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করে গত বছরের ন্যায় এবারও উক্ত অর্থ জেলার হিন্দু জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভাজন ও বিতরণ করা যেতে পারে ।

(১) ২.০০ কোটি টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা মাননীয় চেয়ারম্যান ও ১০ লক্ষ টাকা মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রেখে অবশিষ্ট ১.৭০ কোটি টাকা জেলার হিন্দু জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিতরণ ।

(২) মাননীয় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান বিশেষ বরাদ্দের অর্থ তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো পূজা মন্ডপে ক্রসড চেকের মাধ্যমে বিতরণ ।

(৩) নিজ আগ্রহে অনুদান বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণকারী সম্মানিত ট্রাস্টিগণ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি পূজামন্ডপে উপস্থিত হয়ে বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুদানের চেক বিতরণ করবেন ।

(৪) সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টির পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প, স্থানীয় দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা নিয়ে তাঁর প্রশাসনিক নেতৃত্বে বিতরণ করবেন ।

(৫) ''এ অর্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান এবং ট্রাস্টের মাধ্যমে বিতরণ হচ্ছে'' এ কথা জনগণকে জানানো ।

(৬) এ অনুদান বিতরণের জন্যে কোনরূপ টিএ/ডিএ দাবি না করা ।

(৭) প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল পূজামন্ডপসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা ।

(৮) ট্রাস্টিদের সুপারিশে ক্রস্ড চেকের মাধ্যমে বিতরণযোগ্য একটি পূজা মন্ডপে সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকা প্রদান করা যেতে পারে । ট্রাস্টিদের জন্য সর্বোচ্য ২৫,০০০/- টাকা এবং চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য সর্ব্বোচ্য ৩০,০০০/- টাকা প্রদান করা ।

(৯) নিজ উদ্যোগে অর্থ বিতরণে ইচ্ছুক সম্মানিত ট্রাস্টিগণের আওতাধীন জেলার বরাদ্দ ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে ।

(১০) ট্রাস্টিগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী যে সব জেলার অনুদানের অর্থ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে সে সব জেলার জেলা প্রশাসকের নামে ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে অনুদানের অর্থ প্রেরণ করা।

(১১) অবশিষ্ট জেলাসমূহ সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টিগণ অনুদানের পরিমাণউল্লেখ পূর্বক অনুদান প্রাপ্ত মন্দিরের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে তালিকা ট্রাস্ট কার্যালয়ে জমা দিবেন। ট্রাস্ট কার্যালয় তালিকা অনুযায়ী ক্রসড চেক প্রস্তুত করে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চেয়ারম্যান মহোদয় সচিব কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের পর উপস্থিত সকলের মতামত আহ্বান করেন-

আলোচনায় অংশ নিয়ে সম্মানিত ট্রাস্টি অ্যাড. উজ্জ্বল প্রসাদ কানু বলেন, পূজার সংখ্যাধিক্যের কথা বিবেচনা করে সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকার পরিবর্তে ২,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ সিলিং ট্রাস্টিগণের জন্য ২৫,০০০/- টাকার স্থলে ৩০,০০০/- টাকা আর চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য ৫০,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে একাত্বতা প্রকাশ করেন সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী রাখাল দাশগুপ্ত। সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী চন্দন রায় সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকার পক্ষেই মত প্রদান করেন।

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত পাল আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রথমে ট্রাস্টের প্রকল্প পরিচালক সম্প্রতি অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানান অতঃপর গত বছরের তুলনায় এ বছর দুর্গাপূজায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বেশি অনুদান প্রদান করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। এবারই প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ও কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ করার কথা উল্লেখ করে বলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রীর আয়োজিত অনুষ্ঠানেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। পূজায় অনুদানের টাকা বাড়ানোর জন্য তাঁর পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস-চেয়ারম্যানের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে সভায় উপস্থিত শ্রী সুপ্ত বড়ুয়াকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বর্তমান দ্রব্যমূল্য চিন্তা করে সর্বনিম্ন ৫,০০০/-টাকা, সম্মানিত ট্রাস্টিদের জন্য সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- এবং সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- টাকার পক্ষে মত দেন।

মাননীয় চেয়ারম্যান সকলে সম্মত কিনা জানতে চাইলে সকলে ভাইস-চেয়ারম্যানের উত্থাপিত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত- ২: দুর্গাপূজা ১৪২৫ বঙ্গাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল:

(১) ২.০০ কোটি টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা মাননীয় চেয়ারম্যান ও ১০ লক্ষ টাকা মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রেখে অবশিষ্ট ১.৭০ কোটি টাকা জেলার হিন্দু জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে।

(২) মাননীয় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান বিশেষ বরাদ্দের অর্থ তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো পূজা মন্ডপে ক্রসড চেকের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।

(৩) নিজ আগ্রহে অনুদান বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণকারী সম্মানিত ট্রাস্টিগণ ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি পূজামন্ডপে উপস্থিত হয়ে বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুদানের চেক বিতরণ করবেন ।

(৪) সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টির পরামর্শ ক্রমে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প, স্থানীয় দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা নিয়ে তাঁর প্রশাসনিক নেতৃত্বে বিতরণ করবেন ।

(৫) ''এ অর্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান এবং ট্রাস্টের মাধ্যমে বিতরণ হচ্ছে'' এ কথা জনগণকে জানাতে হবে ।

(৬) এ অনুদান বিতরণের জন্যে কোনরূপ টিএ/ডিএ দাবি করা যাবে না ।

(৭) প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল পূজা মন্ডপসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(৮) ট্রাস্টিদের সুপারিশে ক্রস্ড চেকের মাধ্যমে বিতরণযোগ্য একটি পূজামন্ডপে সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকা প্রদান করা যেতে পারে। ট্রাস্টিদের জন্য সর্বোচ্য ৩০,০০০/- টাকা এবং চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য সর্বোচ্য ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে।

(৯) নিজ উদ্যোগে অর্থ বিতরণে ইচ্ছুক সম্মানিত ট্রাস্টিগণের আওতাধীন জেলার বরাদ্দ ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

(১০) ট্রাস্টিগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী যে সব জেলার অনুদানের অর্থ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে সে সব জেলার জেলা প্রশাসকের নামে ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে অনুদানের অর্থ প্রেরণ করা হবে।

(১১) অবশিষ্ট জেলাসমূহ সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টিগণ অনুদানের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক অনুদান প্রাপ্ত মন্দিরের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে তালিকা ট্রাস্ট কার্যালয়ে জমা দিবেন। ট্রাস্ট কার্যালয় তালিকা অনুযায়ী ক্রসড চেক প্রস্তুত করে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১২) ২ কোটি টাকার বিভাজন ও বিতরণকারীর বিবরণ :

ক্রমিক	জেলার নাম	হিন্দু জনসংখ্যা	টাকার পরিমাণ	বিতরণ কর্তৃপক্ষ
০১	সমগ্র বাংলাদেশ	-	২০,০০,০০০/-	চেয়ারম্যান
০২	,,	-	১০,০০.০০০/-	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৩	গাজীপুর	২,০১,০৯১	২,৭৩,০০০/-	,,
০৪	ঢাকা মহানগর	৫,১৩,৫২৩	৪,৬৫,০০০/-	,,
০৫	ঢাকা জেলা		২,৩৩,০০০/-	,,
০৬	টাঙ্গাইল	১,৯১,৭৩০	২,৬০,০০০/-	অ্যাড. ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন
০৭	জামালপুর	৪১,৪৬১	৬২,০০০/-	,,
০৮	কিশোরগঞ্জ (উ:)	১,৯২,৬৩৩	১,৩১,০০০/-	,,
০৯	কিশোরগঞ্জ (দ:)		১,৩১,০০০/-	শ্রী রিপন রায় লিপু
১০	নেত্রকোনা	১,৬৭,৬৭৩	২,২৮,০০০/-	,,
১১	শেরপুর	১৯,১৬৮	৩৪,০০০/-	,,
১২	নারায়ণগঞ্জ	১,৩৭,৮৬৭	১,৮৭,০০০/-	শ্রী পরিতোষ কান্তি সাহা
১৩	নরসিংদী	৯৫,১৮২	১,২৯,০০০/-	,,
১৪	মুন্সীগঞ্জ	১,২৪,৯১৩	১,৭০,০০০/-	,,
১৫	গোপালগঞ্জ	৪,৩৭,২৫৫	৫,৯৫,০০০/-	মিস আশালতা বৈদ্য
১৬	শরিয়তপুর	২১,১৬১	৩২,০০০-	,,
১৭	ফরিদপুর	২,০১,৪২৯	২,৭৪,০০০/-	,,
১৮	মাদারীপুর	১,৩৬,৩৭৮	১,৮৫,০০০/-	,,
১৯	নড়াইল	১,৫০,১৯৪	২,০০,০০০/-	,,
২০	সিরাজগঞ্জ	১,৪১,১২৭	১,৯২,০০০/-	শ্রী স্বপন কুমার রায়
২১	ঠাকুরগাঁও	৩,৭৫,৩৮৩	৫,০০,০০০/-	,,
২২	দিনাজপুর	৫,৬৯,১১৮	৭,৭৪,০০০/-	,,
২৩	নীলফামারী	৩,০০,০৭১	৪,০০,০০০/-	,,
২৪	পঞ্চগড়	১,৬১,৮৩৮	২,২০,০০০/-	,,
২৫	ময়মনসিংহ	১,৪৫,২৬০	১,৯৭,০০০/-	,,
২৬	নোয়াখালী	৮৮,৩৭৫	১,২০,০০০/-	শ্রী শ্যামল ভট্টচার্য
২৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১,৯১,২৮২	২,৬০,০০০/-	,,
২৮	লক্ষ্মীপুর	৮০,৭৪৩	১,০৯,০০০/-	,,
২৯	কুমিল্লা (উ:)		১,৫০,০০০/-	,,
৩০	কুমিল্লা (দ:)	২,২১,১৬১	১,৫০,০০০/-	শ্রী নির্মল পাল

৩১	চাঁদপুর	১,০৬,০১৯	১,৪৪,০০০/-	,,
৩২	ফেনী	১,০০,৮৮৮	১,৩৭,০০০/-	,,
৩৩	চট্টগ্রাম (মহানগর)	৭,৫৫,৭৩২	৩,৪২,০০০/-	শ্রী রাখাল দাসগুপ্ত
৩৪	চট্টগ্রাম (উ:)		৩,৪২,০০০/-	,,
৩৫	চট্টগ্রাম (দ:)		৩,৪২,০০০/-	শ্রী প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন
৩৬	কক্সবাজার	১,২৭,৪৬৬	১,৭৩,০০০/-	,,
৩৭	খাগড়াছড়ি	১,২৭,০৩৭	১,৭২,০০০/-	,,
৩৮	বান্দরবান	১৫,৩৮২	২৯,০০০/-	,,
৩৯	রাঙ্গামাটি	১৬,৮৫৫	৩০,০০০/-	,,
৪০	ঝালকাঠী	৭০,৭০৫	৯৮,০০০/-	শ্রী বিপুল বিহারী হালদার
৪১	পটুয়াখালী	৯২,৪৬২	১,২৫,০০০/-	,,
৪২	পিরোজপুর	২,২৫,৩০২	৩,০৬,০০০/-	,,
৪৩	বরিশাল	৩,২৬,২৫৮	৪,৪৩,০০০/-	,,
৪৪	বরগুনা	৬৩,৮৩২	৯০,০০০/-	,,
৪৫	ভোলা	৫৮,৭১৩	৮৪,০০০/-	,,
৪৬	মৌলভীবাজার	৪,১৬,৫২০	৫,৬৭,০০০/-	শ্রী চন্দন রায়
৪৭	সিলেট	২,২০,৫৩০	৩,০০,০০০/-	,,
৪৮	হবিগঞ্জ	৩,৪৬,৯৪৩	৪,৭২,০০০/-	,,
৪৯	সুনামগঞ্জ	৩,৬৬,১৭৫	৪,৯৮,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫০	রাজবাড়ী	১,০৯,৪৭৯	১,৪৮,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫১	কুষ্টিয়া	৪৫,২১১	৬২,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫২	খুলনা	৭,০৫,৫৪৬	৯,৬০,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫৩	চুয়াডাঙ্গা	২৮,৭২৯	৪৪,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫৪	ঝিনাইদহ	১,৮৬,৪২৫	২,৫৩,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫৫	বাগেরহাট	২,৯৮,৬৮৭	৪,০০,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫৬	মাগুরা	১,৪১,৫৩৩	১,৯২,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫৭	মেহেরপুর	১৩,০০১	২৫,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫৮	যশোর	৩,৯৫,০৪৯	৫,৩৭,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৫৯	সাতক্ষীরা	৪,১০,০৫১	৫,৫৮,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬০	কুড়িগ্রাম	২,১৯,৯৫৭	২,৯৯,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬১	রংপুর	৩,৩২,৬৭৭	৪,৫২,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬২	লালমনিরহাট	১,৪৮,২৩৮	২,০১,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬৭,৮৭৭	৯২,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬৪	নাটোর	৭৩,৮৩৫	১,০০,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬৫	পাবনা	৭২,৮৭৫	১,০০,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬৬	রাজশাহী	১,১৩,৯৯৩	১,৫৫,০০০/-	জেলা প্রশাসক
৬৭	মানিকগঞ্জ	১,৩৬,৫১১	১,৮৫,০০০/-	জেলা প্রশাসক
	সর্বমোট:	১,২৪,৯২,৪২৭	২,০০,০০,০০০/-	

আলোচ্যসূচি-৩: বিবিধ।

(ক) সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী জনাব মোঃ গোলাম আজমের পিআরএল সংক্রান্ত:

সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী মোঃ গোলাম আজম আগামী ০২/১২/২০১৮ তারিখে পিআরএল প্রাপ্ত হবেন । তার অবসর, অবসর-উত্তর ছুটি, লাম্পগ্র্যান্ট, আনুতোষিক, অবসরভাতা এবং প্রাপ্য অন্যান্য ভাতাদির জন্য আবেদন করেছেন এব্যাপারে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সভাপতি বলেন সরকারি বিধিমত তিনি যা যা প্রাপ্য তা পাবেন। এ ব্যাপারে সকলের মতামত জানতে চাইলে উপস্থিত সকলে তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত- ৩: (ক) সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী মোঃ গোলাম আজম আগামী ০২/১২/২০১৮ তারিখে পিআরএল প্রাপ্ত হবার পর সরকারি বিধানমতে যা যা প্রাপ্য তা প্রাপ্ত হবেন।

(খ) ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিতে কর্মরত দুজন প্রকৌশলীর পূজার বোনাস প্রদান সংক্রান্ত।

সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচি শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত দুজন কর্মচারী পূজা উপলক্ষে বোনাসের জন্য আবেদন করেছেন এব্যাপারে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। ভাইস-চেয়ারম্যান মানবিক দিক বিচার করে বোনাস দেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। চেয়ারম্যান সকলের মত জানতে চাইলে উপস্থিত সকলেই একমত পোষন করেন।

সিদ্ধান্ত-৩: (খ) উন্নয়ন কর্মসূচিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত দুজন কর্মচারীকে পূজা উপলক্ষে এক মাসের সমপরিমাণ অর্থ বোনাস হিসাবে দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

(গ) ট্রাস্টকে জমি দান সংক্রান্ত:

কুমিল্লা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টি শ্রী নির্মল পাল সভাকে অবহিত করেন যে, কুমিল্লা শহরের বারপাড়া মৌজায় অবস্থিত গণবিদ্যাপীঠের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক শ্রী দেবব্রত দত্তগুপ্ত কর্তৃক পরিচালিত গণবিদ্যাপীঠের অবকাঠামোসহ ২০শতক জমি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করার শর্তে ট্রাস্টকে দান করার প্রস্তাব করেছেন। ট্রাস্ট এ জমি গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে আজকের সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

সভাপতি আইনগত কোনো বাঁধা না থাকলে গ্রহণ করার সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে সকলের মতামত জানতে চাইলে সকলেই তাঁর সাথে একাত্বতা প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত- ৩: (গ) আইনগত বাঁধা না থাকলে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সচিব জমি গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

সভায় আর কোন আলোচ্যবিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা.
(অধ্যক্ষ মতিউর রহমান)
মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ও চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

স্মারক নম্বর: ১৬.০৫.০০০০.০০৩.০৬.০৮৭.১১- ৯০২ তারিখ: ০১।১১।১৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

০১. শ্রী সুব্রত পাল
সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০২. শ্রী/শ্রীমতী .....
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৩. যুগ্মসচিব(সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, এসআরএসসিপিএস, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৬. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮. ফিল্ড অফিসার (ফোকাল পয়েন্ট ও তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত), হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৯. অফিস/মাস্টার কপি।

(রঞ্জিত কুমার দাস)
সচিব (অ.দা.)
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট